ISSN 2320-5447 ITIKOTHA
Vol. IV No. 2, July 2016 AD
ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)

প্রফেসর নির্বাণ বসু

প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর

প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ

প্রফেসর অমিত দে

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. IV, No. 2, July 2016 AD

সম্পাদকীয় ৯

স্মরণালেখ্য

অধ্যাপিকা অমিতা রায়ের স্মরণে ১১
দুর্গা বসু

প্রবন্ধ

ইতিহাসচর্চায় বাঙালি: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
গৌতম নিয়োগী

স্থাপত্য ধারায় বর্ধমান জেলা ৪৩
রঙ্গনকান্তি জানা

প্রসঙ্গ: আদি মধ্যযুগে বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য, মুদ্রা ও নগরায়ণ ৬৫
অভিজিৎ দত্ত

লোকায়ত সমাজে হজরত মহম্মদের ভাবমূর্তি ১৮৫০-১৯৪৭ ৮৫
অমিত দে

বদলে যাওয়া পাটনা নগর: ইউরোপীয় আগন্তুকের চোখে ১১৮
অনিরুদ্ধ রায়

কৃষক শ্রেণি ও তাদের সম্পর্ক: প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা ১৫০
কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর

ভারতের জাতি-রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান: মূলধারার হিন্দি সিনেমায় লতা মঙ্গেশকরের গান ১৭৪
পুলকেশ রায়

গ্রন্থ সমালোচনা

প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ১৯৫
সৌমিত্র শ্রীমানী

ইতিহাসচর্চায় বাঙালি: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌতম নিয়োগী*

(প্রাপ্ত : ২০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বিশিষ্ট বাঙালি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর জীবন ও কর্ম বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। 'ইতিহাসচর্চায় বাঙালি' শিরোনামে আমরা প্রবন্ধমালার সূচনা করেছিলাম 'বেণীমাধব বড়ুয়া'কে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে। এটি সেই সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তি। মুর্শিদাবাদ জেলার সুসন্তান রাখালদাস অকালমৃত কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনেই রেখে গেছেন অক্ষয়কীর্তি। তাঁর যুগান্তকারী কাজ সিন্ধুপ্রদেশের মহেন-জো-দারোর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার অথচ কৃতিত্ব বহুলাংশ আত্মসাৎ করে নাম কেনেন স্যার জন মার্শাল। বহু প্রাপ্য সম্মান তিনি পাননি। তিনি শুধু সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কারক নন, লিপিবিদ্যা বা মুদ্রাতত্ত্বে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। লিখেছেন বাংলার ইতিহাস বা উড়িষ্যার ইতিহাস সহ অনেক বই। আবার রচনা করেছেন অনেক সৃজনশীল উপন্যাস। প্রতিভাবান এই মানুষটিকে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে সহ্য করতে হয়েছে অনেক লাঞ্ছনা, দুঃখ, অপবাদ তবু তাঁর কলম থেমে থাকেনি।

সূচকশব্দ

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, সিন্ধু সভ্যতা, মূর্তিতত্ত্ব, লিপিবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, স্থাপত্যকলা, আর্কিওলজিকাল সার্ভে, ইতিহাসচর্চা।

* প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া এবং বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক, যোশী অধিকারী ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail : goutamneogi1947gmail.com

প্রবন্ধ

স্থাপত্য ধারায় বর্ধমান জেলা

রঙ্গনকান্তি জানা*

(প্রাপ্ত : ১১ জুলাই ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

কথ্য ভাষায় একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রচলিত নামটি হল 'রাঢ়' যার অর্থ রুক্ষ পাথুরে ভূমি। জৈন ধর্মীয় সাহিত্যে মহাবীর ও তাঁর সঙ্গীদের ভ্রমণ সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনায় সে নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে 'রাঢ়'-এর সঠিক ভৌগোলিক সীমানা সম্পর্কে তথ্য আমাদের হাতে নেই। এই 'রাঢ়' অঞ্চলের প্রায় মধ্যস্থানে বর্তমান বর্ধমান জেলার অবস্থান (২২°৫৬'-২৩°৫৩' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৪৮'-৮৮°২৫' পূর্বদ্রাঘিমাংশ)। বর্তমানে এই জেলার মোট আয়তন ৭০২৮ বর্গ কি.মি.। জেলা শহর বর্ধমান। এই আলোচ্য ভূখণ্ডে আধুনিককালের মানুষের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের আগমন সুদূর অতীতে যা ঘটেছিল, তা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আজ প্রমাণিত হয়েছে। কালের গতির সাথে তাল মিলিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার বাসস্থানের এবং বসবাস এলাকার বিস্তার করেছে। মূলত গ্রাম-নগর-বন্দর গড়ে উঠেছে যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে নদ-নদীর তীরবর্তী এলাকায় কোথাও কোথাও স্থলপথের ধারে। বিভিন্ন কালপর্বে এক একটা অঞ্চল যেমন রাজনীতি-অর্থনীতি-সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, আবার কোনো কোনো অঞ্চল তার গুরুত্বকে ক্রমশ হারিয়েছে।

সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ তার নিজের মাথার আচ্ছাদনের জন্য ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে, সুরক্ষার জন্য বানিয়েছে দুর্গ, নদ-নদী পারাপারের জন্য বানিয়েছে সেতু, ব্যক্তি মানুষ বা কোনো বিশেষ ঘটনার স্মরণে

---

* অধ্যক্ষ, প্রত্নশালা ও চিত্রবীথি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।
e-mail : rangan.jana07@gmail.com

প্রসঙ্গ: আদি মধ্যযুগে বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য, মুদ্রা ও নগরায়ণ

অভিজিৎ দত্ত*

(প্রাপ্ত: ২২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত: ১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আদি মধ্যযুগ অর্থনৈতিক দিক থেকে এক নতুন যুগ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এই সময় সামন্ততন্ত্র বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য ও মুদ্রা ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য হতে পারে না। আলোচ্য সময়কালে বঙ্গদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং মুদ্রা ব্যবস্থার উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তদ্‌ভিন্ন বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর কার্যকলাপ এই অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতি দিক নির্দেশ করে। এই সময় বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে ধাতব মুদ্রা, ধাতব চূর্ণ, এবং কড়ি বা কপর্দক-এর নাম বিভিন্ন সাহিত্য থেকে জানা যায়। তাই গুপ্তোত্তর যুগে বঙ্গ-সমতল-হরিকেল অঞ্চল যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী ছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল একইরকম সমৃদ্ধিশালী ছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সূচকশব্দ

ব্যবসাবাণিজ্য, স্থলপথ, জলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ (বঙ্গ-সমতট-হরিকেল), মুদ্রা, সামন্ততন্ত্র, নগরায়ণ।

---

* সহ-শিক্ষক, ক্ষুদিরামপল্লী সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, ইসলামপুর।
e-mail : datta.abhijit82gmail.com

প্রবন্ধ

লোকায়ত সমাজে হজরত মহম্মদের ভাবমূর্তি ১৮৫০-১৯৪৭

অমিত দে*

(প্রাপ্ত: ২৫ মে ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য লোকায়ত গান—বাউল, জারি, বিয়ের গীত, মাইজভাণ্ডারি, বৃষ্টিডাকার গান, মজুরদের গান ইত্যাদি। এর অনেকগুলিই সমসাময়িক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা হজরত মহম্মদ বিষয়ক গানগুলিই কেবল নির্বাচন করেছি বিশ্লেষণের জন্য। আর গানগুলিকে বাউল, জারি ইত্যাদি ভাগে ভাগ না করে বিষয় অনুসারে ভাগ করেছি, যেমন—সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক আমলে হজরত মহম্মদ সম্পর্কিত গানগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে চেয়েছি আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনে গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ বলেন যে, ইসলাম একটি নাগরিক ধর্ম যা মসজিদ, বাজার ও ছোটো শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই প্রচলিত মতামতকে খণ্ডন করে আলোচ্য প্রবন্ধে দেখানো গেছে যে গ্রাম্য পটভূমিতেও ইসলাম পুষ্ট হতে পারে। বর্তমানযুগে যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার অভাব চোখে পড়ে, তখন এই উপমহাদেশের মানুষ বাংলায় লোককবিদের থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারেন।

সূচকশব্দ

লোকায়ত গান, হজরত মহম্মদ, গ্রামবাংলা, ঔপনিবেশিক আমল, সমন্বয়।

---

* প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : profamitdey@gmail.com

প্রবন্ধ

বদলে যাওয়া পাটনা নগর: ইউরোপীয় আগন্তুকের চোখে

অনিরুদ্ধ রায়*

(প্রাপ্ত: ২ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগীয় নগর কেন্দ্র থেকে পাটনার 'আধুনিক' শহর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ধরা পড়েছে বিদেশি আগন্তুকদের বিবরণীতে। দুই নদীর মাঝখানে সুবিধাজনক অবস্থান পাটনাকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসি, দিনেমার ও ওলন্দাজরা বিভিন্ন সময়ে ভিড় জমিয়েছিল এই শহরে। গড়ে তুলেছিল নিজস্ব বাণিজ্য কুঠি। ধর্মভীরু যাজক বা পাদ্রিরা পাটনায় তাঁদের কাটানো দিনগুলো নিয়ে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। মোগল আমল পেরিয়ে ঔপনিবেশিক যুগে শহরের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত হয়েছে পরিকাঠামো। প্রাথমিকভাবে উত্তরমুখো হয়েছে পরিকাঠামো। প্রাথমিকভাবে উত্তরমুখো এবং পরে পুবমুখো, বিশেষত সপ্তগ্রাম বন্দরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পাটনাকে সাগরপারের বাণিজ্যের সাথে যুক্ত করেছিল। আর্মানি বণিকরা পাটনাকে ভিত্তি করে পণ্য আদানপ্রদান করেছিল, হিমালয় অঞ্চলে, সুদূর লাসা পর্যন্ত। সোরা, নুন ও রেশমের মতো পণ্যের ওপর একচেটিয়া দখলদারি নিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে বেঁধেছিল সংঘাত।

পাটনা ও তার শহরতলির বদলে যাওয়া ছবিটা কীভাবে ফুটে উঠেছিল শহরে সমাগত ইউরোপীয়দের চোখে সেটাই বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য।

সূচকশব্দ

বাণিজ্য, সোরা, আফিম, গঙ্গানদী, ইউরোপীয় পর্যটক, রাজস্ব।

---

* প্রফেসর (অব.), ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : aruray@bsnl.in

প্রবন্ধ

কৃষক শ্রেণি ও তাদের সম্পর্ক: প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা

কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর*

(প্রাপ্ত: ৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি., সংশোধিত: ২২ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

জলপাইগুড়ি জেলায় ঔপনিবেশিক পর্বে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার দিক থেকে এই জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। তিস্তা নদীর পশ্চিমদিকে সদর ব্লক যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়েছিল এবং তিস্তার পূর্ব প্রান্তে পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়নি। এই অঞ্চল ছিল সরকারি খাসমহল এবং এই এলাকা Non-regulated হিসাবে পরিচিত। উভয় এলাকাতেই জোতদাররা কৃষি ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই এলাকার জোতদার-আধিয়ার সম্পর্ক একটি বিতর্কিত বিষয়। জলপাইগুড়ি জেলা এবং পার্শ্ববতী কোচবিহার রাজ্যের জোতদার আধিয়ার সম্পর্ক উত্তরবঙ্গের অন্যান্য প্রান্ত, দক্ষিণবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের মতো ছিল না। এখানে জোতদার আধিয়ার সম্পর্ক কিছু ক্ষেত্রে শোষণ-মূলক ছিল বিশেষ করে অনুপস্থিত জোতদাররা আধিয়ার বা প্রজাদের উপর নানারকম শোষণ চালাত। কিন্তু এই জেলার দেশীয় জোতদার এবং আধিয়ারদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠত। এই দেশীয় জোতদাররা নানা উন্নয়নমূলক কাজ কর্মেও অংশগ্রহণ করত।

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, হলদিবাড়ি, কুচবিহার।
e-mail : ksutradhar77@gmail.com

ভারতের জাতি-রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান: মূলধারার হিন্দি সিনেমায় লতা মঙ্গেশকরের গান

পুলকেশ রায়*

(প্রাপ্ত: ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত: ২০ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭-উত্তর স্বাধীন ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের অবস্থান আর প্রতিষ্ঠার এক বড়ো বিষয় ছিল আধুনিক নারীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বশে রাখা। পরিবার আর সমাজের ভালো-মন্দের সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নারীর ওপর। ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের এ নীতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল মূলধারার হিন্দি সিনেমা। বছরের পর বছর মুম্বই-এর হিন্দি সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছিল আদর্শ নারীর ত্যাগ আর মহিমার কাহিনি। নারীকে মহিমান্বিত করা ছিল আসলে তাকে দাসত্বে বাঁধারই রাজনীতি। এই রাজনীতি রূপায়ণে ব্যবহার করা হয়েছিল প্রবাদ প্রতিম শিল্পী লতা মঙ্গেশকর স্বর্ণকণ্ঠ।

১৯৪৭-১৯৯০/৯১ কালপর্বে ভারতের জাতি-রাষ্ট্রের নীতি বা কাজকর্ম মোটামুটি জওহরলাল নেহরুর হাতে তৈরি রূপরেখা মেনে চলেছিল। লতা মঙ্গেশকরের সংগীত জীবনের স্বর্ণযুগও ওই কালপর্ব জুড়েই। নারীর দাসত্বকে বৈধ করার কাজে তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য সবরকম সরকারি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ উর উইমেন, কলকাতা ৬।
e-mail : pulokeshroy1@gmail.com

প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য

সৌমিত্র শ্রীমানী*

(প্রাপ্ত: ২৭ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড সঈদ তাঁর *Orientalism* নামক বইটি প্রকাশ করে ভারততত্ত্ব সম্পর্কে এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের প্রথাগত ভারতচর্চার দরজাকে অন্যভাবে উন্মোচিত করে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারততত্ত্বকে নিয়ে চর্চা নতুন নয়। ইতিপূর্বে ডেভিড কফ, সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা নানা আঙ্গিকে সেসব করেছেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিজয়ের বহু পূর্বেই ভারত সম্পর্কে পশ্চিমী মহলে আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। প্রথমত, ভারতের বিপুল সম্পদ এবং দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীর জীবনচর্যা—এই দুই বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল সব থেকে বেশি। পশ্চিমী দুনিয়া প্রধানত জানত দুটি ধর্ম বিশ্বাসীকে — খ্রিস্টান ও মুসলমান। কিন্তু ভারতে এসে তারা অন্যান্য ধর্মেরও সন্ধান পেল এবং সেইসব ধর্মীয় চিন্তা ও প্রকরণ ছিল অদ্ভুতভাবে তাদের কল্পনার অতীত। আবার ১৭৫৭-উত্তরপর্বে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে ইংরেজরা তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তা, শারীরিক হোক্ বা বৌদ্ধিক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রমাণ করতে থাকায় এক জাত্যভিমানের মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র রাজ্যশাসন ও বাণিজ্য বিস্তারেই সেই সময়ের ইংরেজদের অনেকে খুশি থাকতে পারেনি। কেমন এই দেশ যার আকৃতি যেমন বিরাট তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ তার প্রকৃতি, জনগোষ্ঠী, উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা কীট-পতঙ্গের জগৎ।

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (অব.), পি. এন. দাস কলেজ।
e-mail : sreemani.soumitra@gmail.com

সাধারণ নিয়মাবলি

১। প্রবন্ধ লেখককে অবশ্যই 'বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা'-র প্রাথমিক সদস্য অথবা 'ইতিকথা'-র বার্ষিক গ্রাহক হতে হবে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বলবৎ হবে না।

২। কেবলমাত্র বাংলা ভাষায়, স্বরচিত, প্রাথমিক উপাত্ত-নির্ভর, মৌলিক গবেষণা-প্রসূত ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মানবীয় কলাশাস্ত্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ গৃহীত হবে। প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের মূল অংশ ইতিপূর্বে মুদ্রিত বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া চলবে না। লেখাটি অন্যরূপে বা অন্যভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলে তার স্পষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ প্রথম পৃষ্ঠায় করতে হবে এবং পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণের সম্পূর্ণ কপি লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে কপিরাইট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি লেখক কর্তৃক পূর্বেই গৃহীত হতে হবে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তা বাংলায় অনুবাদ করে ছাপা হবে।

৩। শিরোনাম, সারসংক্ষেপ, সূচক শব্দ (Key Word), লেখকের পরিচয় ও ঠিকানা, তথ্যসূত্র প্রভৃতি সহ সমগ্র প্রবন্ধটি ন্যূনতম ছয় হাজার শব্দ-সংখ্যার হতে হবে। সর্বোচ্চ শব্দ-সংখ্যার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। প্রবন্ধের প্রথমে একটি পৃথক পৃষ্ঠায় (নামপত্র-এ) শিরোনাম, লেখকের নাম, ঠিকানা (ই-মেল সহ), উপাধি, প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা, পূর্ণপরিচয় ও লেখা জমা দেবার তারিখ লিপিবদ্ধ থাকবে।

৪। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান-বিধি অনুসারে প্রবন্ধটি রচিত হতে হবে। ইংরেজি ভাষার বানানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বানান-বিধি অনুসরণ করতে হবে। মূল প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলিকে প্রথমে উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা হরফে লিখতে হবে ও তার পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে মূল শব্দটিকে রোমান হরফে লিখতে হবে। তথ্যসূত্রে ভারতীয় ভাষায় নয় এমন যে-কোনো গ্রন্থ, জার্নাল, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ প্রভৃতি বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি ভাষাতেই করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলা হরফে প্রতিবর্ণীকৃত করা চলবে না। ভারতীয় ভাষার উপাত্তের ক্ষেত্রে বাংলা হরফে প্রতিবর্ণীকৃত করা যাবে।

৫। তথ্যসূত্রে বারংবার একই তথ্যের উল্লেখ করা চলবে না। সেক্ষেত্রে নির্দেশিকায় *ibid* বা 'তদেব', *id* বা 'ঐ', *loc.cit* বা 'একই' এবং *op.cit* বা 'প্রাগুক্ত' প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। একই লেখকের একাধিক গ্রন্থ ব্যবহৃত বলে লেখকের নামের পাশাপাশি গ্রন্থের নামটিও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৬। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সাময়িকপত্র বা অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভের ক্ষেত্রে 'গ্রন্থ সংলেখ নং' (Call No.), বিভাগ, গ্রন্থাগার, ঠিকানা প্রভৃতি বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। অন-লাইন

(On-line) ডকুমেন্ট, ই-জার্নাল (e-journal) বা ই-বুকের (e-book) ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইউ আর এল (URL) এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৭। প্রবন্ধটি 'এস.টি.এম. এন-অর্জুন' (STM N-Arjun Font)-এ টাইপ করে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র প্রবিধি

(ক) গ্রন্থ ও সংকলন-এর ক্ষেত্রে—

লেখকের আদ্যনাম, লেখকের কুলনাম/পদবি, *গ্রন্থের নাম*, খ. (খণ্ড); অনু. অনুবাদকের নাম/স. সম্পাদকের নাম, সং. (সংস্করণ), প্রকাশস্থান : প্রকাশন সংস্থা, প্রকাশকাল, পৃ. (পৃষ্ঠাঙ্ক)।

(দুইয়ের অধিক লেখক সংখ্যা হলে প্রথমজনের নাম 'ও অন্যান্য', ইংরেজিতে হলে 'et al.' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকাশন সংস্থার নাম দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়।)

উদা: দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম খ.; ১ম দে'জ সং., কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৫।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, স. বারিদবরণ ঘোষ, ১ম নিউ এজ সং., কলকাতা : নিউ এজ, ২০০৭, পৃ. ১২৮-১২৯।

ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি ৬৫০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ*, (*Technology In Medieval India c. 650-1750*) অনু. শুভাশিস ঘোষ, প্রথম এনবিএ সং., কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২১।

রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, ইতিহাস গ্রন্থমালা ৩, প্রথম সং., কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ. ২৪৭।

(খ) প্রবন্ধ ও অধ্যায়-এর ক্ষেত্রে—

লেখকের আদ্যনাম, লেখকের কুলনাম/পদবি, 'প্রবন্ধের শিরোনাম', *গ্রন্থ, সংকলন, সাময়িকপত্রের নাম*, স. সম্পাদকের নাম, খ. (খণ্ড)/সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বর্ষ; সংখ্যা; মাস; সাল/অব্দ, প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল, পৃ. (পৃষ্ঠাঙ্ক)।

(সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে পূর্বেই একবার বিস্তারিত সময়কাল উল্লেখিত হওয়ায় দ্বিতীয়বার তা লেখবার প্রয়োজন নেই।)

উদা: শঙ্কর ঘোষ, 'হস্তান্তর', *দেশ*, স. অমিতাভ চৌধুরী, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ২৬।

রঞ্জিত সেন, 'সাহিত্য কি ইতিহাসকে মেনে চলে?' *ইতিকথা*, স. সৌমিত্র শ্রীমানী ও অন্যান্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৫১।

(গ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে—

লেখকের আদ্যনাম, লেখকের কুলনাম/পদবি, 'শিরোনাম'; সম্পাদকীয়/প্রতিবেদন/প্রবন্ধ, *সংবাদপত্রের নাম*, তারিখ, সং. (সংস্করণ), প্রকাশস্থান, পৃ. সংখ্যা : (কোলন) কলাম সংখ্যা লিখতে হবে।

উদা : বীণা দাস, 'আমার ছেলেবেলা', প্রবন্ধ, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ. ৪:৩।

প্রকাশিত হতে চলেছে

ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরি সম্মাননা গ্রন্থ

লিখছেন—

- সব্যসাচী ভট্টাচার্য
- হরবনস্ মুখিয়া
- সিরাজুল ইসলাম
- ব্রায়ান এ. হ্যাচার
- বিশ্বময় পতি
- অনিরুদ্ধ রায়
- রঞ্জিত সেন
- হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়
- মুফাখারুল ইসলাম
- অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- শুক্লা সান্যাল
- অনুরাধা রায়
- সংযুক্তা দাশগুপ্ত
- হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়
- শমিতা সিংহ
- গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
- গৌতম নিয়োগী
- নির্বাণ বসু
- শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায়
- ইষিতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুবে
- রচনা চক্রবর্তী
- সিদ্ধার্থ গুহ রায়
- রাজশেখর বসু প্রমুখ।